ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ‘নিপীড়নমূলক’ : এইচআরডব্লিউ

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ‘নিপীড়নমূলক’ আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। একইসঙ্গে কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।

বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টার দিকে এইচআরডব্লিউ’র নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে এশিয়ান অঞ্চলের ডিরেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস এসব মন্তব্য করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে এইচআরডব্লিউ বিবৃতিতে বলেছে, বিভিন্ন ধরনের কর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারের অন্য সমালোচকদের হয়রানির পাশাপাশি দীর্ঘদিন আটকে রাখতে আইনটি ব্যবহার করছেন বাংলাদেশের কর্মকর্তারা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কোনো ব্যক্তিকে নিজেদের সমালোচনাকারী মনে হলেই বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে গ্রেফতার করছে। কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছেন।’

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জুন কাজলকে আবার জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয় দুদিনের রিমান্ডে।’

বাংলাদেশের রিমান্ডের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি বলছে, ‘রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাংলাদেশর হাইকোর্ট থেকে জারি করা নির্দেশনায় বলা আছে এমন একটি কক্ষে করতে হবে, যেটি কাঁচে ঘেরা। এ সময় অভিযুক্তের আইনজীবী এবং স্বজনদের পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়ার কথাও বলা আছে। কিন্তু এই নির্দেশনা অনুসরণ করার ঘটনা বিরল। কখনো হয়তো হয়নি।’

কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির শিশির, মানবাধিকার কর্মী মুশতাক আহমেদ ও

দিদারুল ভুঁইয়া এবং ব্যবসায়ী মিনহাজ মান্নান ইমনের গ্রেফতারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি ভার্চুয়াল আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তারা সবাই করোনা নিয়ে ‘ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।’’

এইচআরডব্লিউ’র দাবি, ‘বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রযুক্তি মাধ্যমের জন্য করা হলেও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বক্তব্যকেও এখন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।’

এই মহামারীর সময়ে ‘মারাত্মক অপরাধ’ না করা ব্যক্তিদের জেল থেকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়, ‘কভিড-১৯ নিয়ে সমালোচনা করা ব্যক্তিদের না খুঁজে কাজলের মতো যেসব ব্যক্তি অন্যের বিপদের কারণ হননি, তাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি দেয়া উচিত।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আত্মহত্যা করেছেন বলিউডের সুশান্ত সিং রাজপুত

গোটা বিশ্ব যখন করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায়, হঠাৎই বলিউডের উপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আত্মহত্যা করলেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সুশান্ত সিং রাজপুত। রবিবার মুম্বাইয়ের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত দেহ। বাড়িতে থাকা কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন তিনি।

উল্কার মতো উত্থান সুশান্ত সিংহের। ছোট পর্দা থেকে লম্বা লাফ বড় পর্দায়। বলিউডে তার প্রথম ছবিই সাড়া ফেলে দিয়েছিল- কাই পো চে। তার মুক্তি পাওয়া শেষ ছবি ছিছোড়ে। বই পড়তে অসম্ভব ভালবাসতেন সুশান্ত। ঝরঝরে তরুণ। উন্মাদনায় যেন সর্বক্ষণ টগবগ করছেন। ছোট পর্দায় যখন কাজ করতেন তখনই স্নেহের পাত্র ছিলেন সেটের সকলের। বলিউডেও বিগ বি থেকে শুরু করে প্রযোজক পরিচালকদের

খুবই কাছের ছিলেন সুশান্ত। তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি যেন আন্দোলিত করে দিয়েছে বলিউড তথা তামাম সিনেমাপ্রেমীদের।

এক সময়ে ছোট পর্দায় সেনসেশন ছিলেন সুশান্ত সিংহ। অত্যন্ত জনপ্রিয় টেলি সিরিয়াল ‘পবিত্র রিস্তায়’ তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। সৌমকান্তি সেই তরুণের আবেদন ছুঁয়ে গিয়েছিল বহু দর্শকের হৃদয়। বলতে গেলে সেই অভিনয় ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েই কাই পো চে-র জন্য তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক অভিষেক কাপুর। পরবর্তী কালে মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করেছেন তিনি। এই ছবি করে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা।
সুশান্তের বয়স মাত্র ৩৪ বছর। ১৯৮৬ সালে বিহারের পাটনায় জন্ম তার। পরে পড়াশুনা শেষ করে মুম্বাই চলে এসেছিলেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও বরাবরই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। ২০০৮ সালে হিন্দি সিরিয়াল দিয়েই তার হাতে খড়ি। স্টার প্লাসে ‘কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল’ সিরিয়াল দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু। তার অভিনীত সেরা ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’, ‘ডিটেক্টিভ ব্যোমকেশ বক্সী’ ও ‘পিকে’।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সেলিব্রিটি ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের আত্মহত্যায় ভেঙে পড়েন সুশান্ত সিং রাজপুত। তিনি তার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে নিজেই এ নিয়ে পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সূত্র : এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ভারতে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি, ২৪ ঘন্টায় ফের সংক্রমণের রেকর্ড

ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ হারে ছড়িয়ে পড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। দেশটিতে রবিবার আক্রান্ত হলেন আরও ৫ হাজার ২৪২ জন। শেষ ২৪ ঘণ্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৫৭ জনের।

এখন পর্যন্ত ভারতের মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৬ হাজার ১৬৯ জনে। এরমধ্যে ৫৬ হাজারের বেশি রয়েছে অ্যাক্টিভ কেস। সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৮২৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ২৯ জনের।

দেশটিতে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক করোনা সংক্রামিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। এই রাজ্যে কেবল শনিবারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কমপক্ষে ১ হাজার ৬০৬ জন মানুষ। যার জেরে মহারাষ্ট্রে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৩০ হাজারের গণ্ডি। এই রাজ্যেই করোনা সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই

ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

করোনা: দিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল বন্ধ

করোনা পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো হিন্দু রাও নামে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল।

ওই হাসপাতালের একজন নার্সের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত

হওয়ার পর পরই হাসপাতাল সিলগালা করে দেয়া হয়।

সোমবার ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর নিশ্চিত করেছে।

সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত দুই সপ্তাহ ধরে ওই নার্স ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বে ছিলেন। সে জন্য করোনার বিস্তার রুখতে হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর পর হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোসহ একে জীবাণুনাশক করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে এনডিটিভিকে উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার ভার্ষা জোশি বলেছেন, ওই নার্সের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে অনেককেই শনাক্ত করে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটি তদন্ত দল গঠন করে ওই নার্স কার থেকে সংক্রমিত হলেন ও তিনি কতজনকে সংক্রমিত করতে পারেন পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, দেশটির রাজধানী দিল্লিতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার ৬৫২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে ১১১ জন এবং মারা গেছেন একজন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৫৪ জন। সরকারি হিসাবে আক্রান্তের দিক থেকে শীর্ষে থাকা মহারাষ্ট্রের পরই দিল্লির অবস্থান। সূত্র-যুগান্তর

করোনার আরেকটি লক্ষণ চিহ্নিত, চিন্তায় চিকিৎসকরা

শুধু সর্দি, কাশি, জ্বর, গলাব্যথা বা শ্বাসকষ্ট নয়। করোনা রোগীর শরীরে দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ, জানাচ্ছে মার্কিন সংস্থা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন বা সিডিসি৷ যার মধ্যে আছে মাথাব্যথা, যখন-তখন শীতের অনুভূতি,

প্রবল শীত বোধ থেকে দেহে কাঁপুনি ধরা এবং দেহের বিভিন্ন মাংসপেশিতে ব্যথা৷

মার্কিন মুলুকে তো বটেই ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে নানা বয়সের করোনা আক্রান্তদের মধ্যে।

শুধু তাই নয়, এই একই ধরণের লক্ষণ দেখা গেছে দিল্লির সরকারি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এইমসের বেশ কয়েকজন রোগীর মধ্যেও, যারা করোনার ‘আদর্শ’ লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে আসেননি৷ পরে তাদের শরীরেও সংক্রমণ মিলেছে৷
পুরো বিষয়টিতে যথেষ্ট চিন্তিত নয়াদিল্লি এইমসের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকরা৷ সংক্রামক রোগ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এইমসের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক নাজনিন নাহার বেগম জানিয়েছেন তার অভিজ্ঞতা, ‘এখানে এমন অনেক রোগী দেখা গেছে, যাদের মধ্যে করোনার কপি বুক লক্ষণ ছিল না৷ তাদের মধ্যে অনেকেই জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন না৷ তারা মাথা ব্যথা, শীত বোধ করা এবং সারা গায়ের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথার কথা বলেন৷ এই ধরনের রোগের উপসর্গ নিয়ে সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না৷ এখানেও করা হয়নি৷ কিন্তু অনেকের দেহে এমন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, এটা লক্ষ করার পরই প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ তখন দেখা যায় তারা করোনা পজিটিভ৷’

পুরো বিষয়টি যে যথেষ্ট চিন্তার, তা স্পষ্টই জানিয়েছেন বাঙালি চিকিৎসক নাজনিন৷ তার কথায়, ‘এই রোগটা সম্পর্কে গোটা বিশ্বই খুব কম জানে৷ আর আমরা বোধহয় আরও কম৷ স্বভাবতই কোনও নির্দিষ্ট মডিউল মেনে এই রোগের চিকিৎসা করতে গেলে বারেবারে সমস্যায় পড়তে হতে পারে আমাদের৷ ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টিতে একটু নমনীয় থাকা ভালো৷ হটস্পট থেকে আসা কোনও লক্ষণহীন ব্যক্তির অবশ্যই আগে করোনা পরীক্ষা করা দরকার৷ একজন আগন্তুকের শরীরে কোনও রোগের উপসর্গ দেখে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে পরীক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই আমাদের কাছে৷ তাই কপি বুক লক্ষণের বাইরে সিডিসির পরামর্শ অনুযায়ী উপসর্গ সম্পন্ন কোনও ব্যক্তি চোখে পড়লেই তার করোনা পরীক্ষা করা উচিত৷ এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, উল্টে যদি তার করোনা হয়ে থাকে, তাহলে যত দ্রুত ধরা পড়বে, ততই ভালো৷’

দিল্লি এইমসে কর্মরত আর এক বাঙালি চিকিৎসক সায়ন নাথও জানিয়েছেন,

তিনি ‘কপি বুক’ করোনা লক্ষণের বাইরে মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শীত বোধ করা, প্রবল শীত বোধ থেকে শরীরে কাঁপুনি ধরার উপসর্গ সম্পন্ন রোগী দেখেছেন এইমসে৷

এই প্রসঙ্গে এইমসের এক অধ্যাপক জানিয়েছেন তার অভিব্যক্তি৷ তার কথায়, ‘আমার মনে হয়, যত দিন যাবে, ততই নতুন নতুন লক্ষণ যুক্ত হবে করোনার লক্ষণ তালিকায়৷ যতদিন না এই ভাইরাসের সব রহস্যভেদ হবে, ততদিন এই সন্দেহভাজন লক্ষণের তালিকা বাড়তেই থাকলে আমি অবাক হব না৷’ সূত্র: এই সময়

সেলুনে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত ৬ ভারতীয়

ভারতের মধ্যপ্রদেশে সেলুনে গিয়ে ছয় ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সেলুনটি মধ্যপ্রদেশের খারগোনে জেলার বারগাঁওয়ে অবস্থিত। এ ঘটনার পর পুলিশ পুরো গ্রামটি সিল করে দিয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় এ সংবাদমাধ্যম জানায়, একই কাপড় ব্যবহার করে ওই ছয়জনের চুল-দাড়ি কেটেছিলেন নাপিত। গত ৫ এপ্রিল ইন্দোরের হোটেলে কাজ করা এক বাসিন্দা গ্রামে ফিরে চুল-দাড়ি কাটতে ওই সেলুনে যান। পরে তার শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়ে।

এ ঘটনার পর ওই দিন আরও যে ১২ জন সেলুনে গিয়েছিলেন তাদেরও পরীক্ষা করানো হয়। তাদের মধ্যে ছয়জনের শরীরে সংক্রমণ মিলেছে।

তবে সেলুনের নাপিতের করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন খারগোনে জেলার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. দিব্যেশ ভার্মা।

প্রসঙ্গত খারগোনে জেলায় ৬০ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। মারা গেছেন ছয়জন। ভারতে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২৫ হাজারের বেশি। মারা গেছেন ৭৭৯ জন। সূত্র-যুগান্তর

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণহানি ৫৪ হাজার ছাড়াল, আক্রান্ত সাড়ে ৯ লাখ

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। লাশের সারি দীর্ঘ হতে হতে দেশটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।

করোনায় প্রাণহানি ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৬৫১ জন।

অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ হাজার ২৫৬ জনের। ইতোমধ্যে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ১৬২ জন। তবে ১৫ হাজার ১১০ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭২ জন। অন্যদিকে মারা গেছে ৫৩ হাজার ৭৫১ জন।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রেই। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দিকে বৈশ্বিক এই মহামারীকে গুরুত্ব দেননি।

দেশটির সব অঙ্গরাজ্যেই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে করোনায় সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৮২ হাজার ১৪৩ জন। মারা গেছেন অন্তত ২২ হাজার ৯ জন।

এর পরেই রয়েছে নিউজার্সি। সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৪৯৮ জন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাজার

৯১৪ জন। অন্যদিকে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৫৩ হাজার ৩৪৮ জন। মারা গেছেন ২ হাজার ৭৩০ জন।

এদিকে বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৩ হাজার ২৮৯ জন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ লাখ ২১ হাজার ৪৩৯ জন। ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮ লাখ ৩৬ হাজার ৯৪১ জন।

সূত্র-যুগান্তর

করোনার মধ্যেই আরেক বিপদ, ভারত ও বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে পঙ্গপাল!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের এই প্রকোপের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের দিয়ে ধেয়ে আসছে আরেকটি বিপদ। যে বিপদের আশঙ্কা ইতিপূর্বেও করা হয়েছিল।

ভারতের হিন্দু পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে একদল পঙ্গপাল সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই ছুঁটে আসবে বাংলাদেশের দিকে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারত যখন প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে তখন দেশটির দিকে ধেয়ে আসছে আরেকটি ভয়াবহ বিপদ। এ গৃষ্মেই ভারতের কৃষি জমিগুলোতে হামলে পড়তে পারে পঙ্গপাল। সরকারি সূত্র জানায়, দুই ফ্রন্টে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সরকার। একটি হচ্ছে চলমান করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে আর অন্যটি হচ্ছে পঙ্গপালকে প্রতিরোধ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।
ওই সূত্রটি জানায়, হর্ন অব আফ্রিকা থেকে একদল পঙ্গপাল গতিপথে মরু অঞ্চলের আরেকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হানা দিচ্ছে। এদের একটি ঝাঁক ইয়েমেন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ইরান, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান হয়ে ভারতে হানা দিচ্ছে। এরা ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ আরো

কয়েকটি এলাকায় ঢুকছে। অন্যদলটি ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই যাবে বাংলাদেশের দিকে। উভয় ঝাঁকের সম্মিলিত হামলায় ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা সংকটে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির নীতি নির্ধারকরা।

গত ২১ এপ্রিল জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, মরুর পঙ্গপাল যারা এ বসন্তে পূর্ব আফ্রিকা, ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইরানে হানা দিয়েছে। আফ্রো-এশীয় অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার জন্যও তারা বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
বাংলাদেশেও আক্রমণ হতে পারে পঙ্গপালের। এ আশঙ্কা ইতিপূর্বে দেশের কৃষি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছিলো। যেহেতু পঙ্গপালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাতাসের উষ্ণতার গতি অনুযায়ী চলাফেরা করে এবং এক জায়গার খাবার ফুরালেই নতুন জায়গার খোঁজ করে, সে কারণে কৃষি অধিদপ্তরের আশঙ্কা ওরা বাংলাদেশেও হানা দিতে পারে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে ইংরেজি লোকাস্ট নামে পরিচিত এই পঙ্গপাল। বাংলায় এর নাম পতঙ্গ, এটি এক জাতের ঘাসফড়িঙ। স্বভাবে কিছুটা লাজুক প্রকৃতির ইঞ্চি খানেক দৈর্ঘ্যের এই পতঙ্গ, খাবারের জন্য নিজ প্রজাতির বিপুল সংখ্যক সদস্যের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়।
সাধারণত একেক ঝাঁকে কয়েক লাখ থেকে এক হাজার কোটি পতঙ্গ থাকতে পারে। তখন একে পঙ্গপাল বলে। পঙ্গপাল যখন ফসলের ক্ষেতে আক্রমণ করে, তখন তা একজন কৃষকের জন্য রীতিমত দুঃস্বপ্নের বিষয় হয়ে ওঠে।

একটি পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল প্রতিদিন তার ওজনের সমপরিমাণ খাদ্য খেতে পারে। যে অঞ্চলে তারা আক্রমণ করে, সেখানে খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অন্য অঞ্চলে যায় না।
এফএও বলছে, এক বর্গকিলোমিটার আকারের পঙ্গপাল এক সঙ্গে যে খাবার খায় তা দিয়ে ৩৫ হাজার মানুষকে এক বছর খাওয়ানো সম্ভব। একটি বড় পঙ্গপাল দিনে ১২০ মাইল পর্যন্ত জমির ফসল খেয়ে ফেলতে পারে। কেবল খাবারই খায় না তারা, একই সঙ্গে প্রজননের কাজটিও করে। সূত্র: দ্য হিন্দু

১৪০০ বছরে এই প্রথম আল-আকসা মসজিদে ভিন্নচিত্র, মন খারাপ মুসল্লিদের

১৪০০ বছরে এমনটা কখনও হয়নি। এবার করোনার জন্য সেটাই হচ্ছে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে। রমজানে মুসল্লি শূন্য মসজিদ চত্বর। প্রতিবারই পবিত্র রমজান মাসজুড়ে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন এখানে। কখনও মানুষের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেত। এবার একজনও মানুষ নেই সেই মসজিদে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম এই মসজিদ। আপাতত জেরুজালেমে সবরকম জমায়েত বন্ধ। মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ও বন্ধ।

নির্দেশনা মোতাবেক বাড়িতে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। মহামারী করোনার তাণ্ডবে এমন সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনিদের মন খারাপ। পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা আম্মার বাকির বললেন, আল-আকসা মসজিদ কখনও বন্ধ থাকতে পারে এটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মসজিদ বন্ধের প্রভাব পড়ছে জনগণের মধ্যে। সবার মন খারাপ। পবিত্র রোজা এভাবে কাটবে আমরা মেনে নিতে পারছি না। মসজিদ চত্বরে কোনও মানুষ নেই। স্বপ্নেও এমন ছবি দেখিনি কখনও।

মহামারী করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে গত ২২ মার্চ থেকে আল-আকসা মসজিদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ বলে জানায় জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ কাউন্সিল। গত ১৬ এপ্রিল জানানো হয়, এই নিষেধাজ্ঞা এবারের রমজান মাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে। তারাবিহ—র নামাজ এবার বাড়িতেই আদায় করার অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ থাকলেও আল-আকসায় যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া অব্যাহত থাকবে।
আল-আকসার পরিচালক শেখ ওমর আল-কিসোয়ানি বলেছেন, গত ১৪০০ বছরে এমন কখনও হয়নি। সবার মনে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫। মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু’জনের। উল্লেখ্য, প্রাণঘাতী করোনার ছোবলে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯৭ হাজার ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ২৮ লাখ।

সূত্র : প্যালেস্টাইন ক্রোনিকেল।